বিএন ডকইয়ার্ডকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান এবং বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বানৌজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ড এবং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী, চট্টগ্রাম, বুধবার, ৭ চৈত্র ১৪২৪, ২১ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
তিন বাহিনীর প্রধানগণ,
অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম।

আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ডের ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

মার্চ মাস, বাঙালি জাতির গৌরবের মাস। স্বাধীনতার মাস। ১৯৭১ সালের এই মাসেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ১৫ আগস্টে ঘাতকদের হাতে নিহত শহিদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ রুহুল আমিনসহ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ নৌ সদস্যদের।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দীর্ঘ ২৩ বছরের স্বাধিকার আন্দোলন, সংগ্রাম এবং সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। জাতির পিতা আজীবন স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশকে পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেছিলেন।

জাতির পিতা একটি আধুনিক, শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপরই বেশ কয়েকটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈসাখান কমিশন করেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। একইসাথে দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'দ্য টেরিটরিয়াল ওয়াটারস এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেন।

আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যাপক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা হয়েছিল। ২০০৯ সাল হতে গত ৯ বছরে নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নৌবহরে সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, গড়ে তোলা হয়েছে হেলিকপ্টার ও টহল বিমান সমৃদ্ধ নেভাল এভিয়েশন এবং বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াড্স (SWADS: Special Warfare Diving and Salvage)। সমুদ্রে নজরদারী ও টহল জোরদার করতে আরও অত্যাধুনিক মেরিটাইম পেট্রল এয়ারক্রাফ্ট ও হেলিকপ্টার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পটুয়াখালীতে এভিয়েশন সুবিধা সম্বলিত নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটি ও ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নৌঘাঁটি নির্মাণের কাজ চলছে।

সাবমেরিনের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও জেটি সুবিধা প্রদানের জন্য কুতুবদিয়ায় একটি সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড সন্দ্বীপ চ্যানেলে জাহাজ বার্থিং সুবিধা সম্বলিত ফ্লিট সদর দপ্তরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফলে সমুদ্র এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।

উপস্থিত সুধী,

বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ সমুদ্রে নৌবহরের সকল অপারেশনাল কর্মকান্ডকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখার প্রধান চালিকাশক্তি বিএন ডকইয়ার্ড। ত্রিমাত্রিক ও উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং আধুনিকায়নের জন্য বিএন ডকইয়ার্ড দেশপ্রেম ও পেশাগত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

বিএন ডকইয়ার্ড আন্তর্জাতিক মান (আইএসও : ৯০০০) বজায় রেখে যুদ্ধজাহাজের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে ডকইয়ার্ডের নিজস্ব ফ্লোটিং ডক 'বিএনএফডি সুন্দরবন' ও বিএন স্লিপওয়ে এক হাজারেরও বেশি দেশি-বিদেশী যুদ্ধ জাহাজের সফল ডকিং ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

সম্পূর্ণ নিজস্ব জনবল, প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করে এই ডকইয়ার্ড সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধজাহাজসমূহকে নৌবাহিনীতে দীর্ঘকাল অপারেশনাল রাখছে। ফলে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হচ্ছে।

বিএন ডকইয়ার্ডের এ অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আজ ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হল, যা নৌবাহিনীর ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

বিএন ডকইয়ার্ডের এ কৃতিত্বের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

নৌ-সদস্যদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে নেভাল একাডেমিতে আজই উদ্বোধন করা হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'। ফলে জাতির পিতার স্বপ্নের আন্তর্জাতিক মানসম্মত প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল।

প্রিয় নৌ সদস্যবৃন্দ,

সমুদ্র পথে দেশের বাণিজ্যের ৯০ ভাগের বেশি পরিচালিত হয়। এ বিশাল সমুদ্র এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌবাহিনী সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছে। সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মানব পাচার, চোরাচালান রোধ, জেলেদের নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের সহায়তায় নৌবাহিনী ভাষাণচরে অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্মাণ করছে। এজন্য আমি নৌবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পরিচিতি এখন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নৌবাহিনী জাহাজ বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মহড়ায় অংশ নিচ্ছে এবং নিজেরাও সফলভাবে মহড়ার আয়োজন করছে। উপমহাদেশে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজই ভূ-মধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় সফলভাবে নিয়োজিত থেকে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,

প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ফলে আমরা অর্জন করেছি, প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ বিশাল এক সমুদ্র এলাকা। এই বিসত্মৃত সমুদ্র সম্পদকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে নৌবাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের Blue Economy'র বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে।

আমি আশা করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আপনারা অর্পিত দায়িত্ব সফল ও নিরাপদভাবে পালন করবেন।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ৯ বছরে আমরা সব সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ৯০ ভাগ উন্নয়ন কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ৬১০ ডলার হয়েছে। বর্তমানে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৮ শতাংশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। থ্রী-জির পর ফোর-জি যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছি। ৯০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭২ বছর। মেট্রোরেল, পায়রা বন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। খুব শিগগিরই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। **এবার আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছি।** এ স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য যুগান্তকারী মাইলফলক। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই। আমরা বিশ্বে মাথা উচুঁ করে চলবো। এজন্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

সুধিমন্ডলী,

আমি বিশ্বাস করি, ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রাপ্ত বিএন ডকইয়ার্ড আরও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে।

উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...